যুগান্তর

25 JAN 2013
তারিখ · 23 · JAN · 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

যুগান্তর

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষক সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের মহাঅবস্থান

সারাদেশে ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘটের ১৬ দিন

যুগান্তর রিপোর্ট

চাকরি তথা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিতে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের ১৬তম দিন পার হয়েছে। একই দাবিতে কয়েক হাজার শিক্ষক বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই টানটান উত্তেজনার মধ্যে পুলিশি প্রহরায় 'মহাঅবস্থান' কর্মসূচি পালন করেন। আজ সকালে একই স্থানে তারা ফের অবস্থান শুরু করবেন। দেশের প্রায় ৩০ হাজার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ জানুয়ারি ধর্মঘট শুরু করেন শিক্ষকরা। ধর্মঘট আহ্বানকারী মোট ৩৮টি সংগঠনের মধ্যে সরকারপন্থী একটি শিক্ষক মোর্চা, দুটি সংগঠন এবং সরকারবিরোধী বলে বিবেচিত ১৫টি সংগঠনের সমন্বয়ে আরেকটি মোর্চা রয়েছে। এদের মধ্যে সরকারপন্থীদের দাবি শিক্ষা ব্যবস্থার আর সরকারবিরোধীদের চাকরি জাতীয়করণের। দাবি আদায়ে আন্দোলন জোরদার করতে ধর্মঘটের পাশাপাশি প্রেস ক্লাবের সামনে বুধবার থেকে 'মহাঅবস্থান' কর্মসূচি শুরু করে সরকারবিরোধী বলে বিবেচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। প্রথম দিনের কর্মসূচি শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টার দিকে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মহাঅবস্থান : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

মহাঅবস্থান : শিক্ষকদের

(২০ পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল ৮টায়। ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া বলেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষকরা প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নিতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। জলকামান, মরিচের গুঁড়া সদৃশ রাসায়নিক অস্ত্র বা পিপার ছিটানোর সরঞ্জামাদিসহ পুলিশ মারমুখী অবস্থান নেয়। সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রেস ক্লাব এলাকা ছিল শূন্য। শিক্ষা অধিদপ্তর, হাইকোর্ট এলাকা, পল্টন ও আশপাশে অবস্থান নিয়ে থাকে। ১০টার দিকে সংগঠনটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শিক্ষকরা প্রেস ক্লাব এলাকায় যান।

সেলিম ভূইয়া জানান, পুলিশ প্রথমে বাধা দেয়। 'উপরের নির্দেশের' কথা বলে তারা কর্মসূচি না করারও অনুরোধ করেন শিক্ষকদের। কিন্তু বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষকরা কর্মসূচি শুরু করলে পুলিশ তখন ১ ঘণ্টার মধ্যে তা শেষ করার নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে মাইক ব্যবহারেও বাধা দেয়। তবে একপর্যায়ে শিক্ষকরা মাইকও ব্যবহার করেন। এভাবে বেলা ১টা পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যান তারা। এরপর ওইদিনের মতো কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। তিনি জানান, পুলিশ প্রথমে তাদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কর্মসূচি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু উদ্যানে সাধারণত ভ্রমণ আর ব্যায়াম করা হয়। শিক্ষকরা সারাদেশ থেকে পার্কে ব্যায়ামের জন্য ঢাকায় আসেননি। আরও বলেন, চাকরি জাতীয়করণ বিনা অর্থেই সম্ভব। দরকার শুধু সরকারের সদিচ্ছা। কর্মসূচিকালে পল্টন-জাতীয় ঈদগাহ সড়কের একপাশ বন্ধ ছিল। এ কারণে আশপাশ এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য সারাক্ষণই ঘিরে রাখে। অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া জানান, বিকালে একই স্থানে আওয়ামী লীগের মানববন্ধন থাকায় এ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের মানববন্ধনের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করেছেন। তবে শুক্রবারের মধ্যে যদি সরকারের পক্ষ থেকে দাবি মানার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে আবার কর্মসূচি শুরু হবে। এরমধ্যে যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায় তবে অনশন শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।

সংহতি প্রকাশ : আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে মহাঅবস্থান কর্মসূচিতে যোগদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এসময় বক্তৃতাকালে তিনি শিক্ষকদের দাবিকে যৌক্তিক বলে অভিহিত করেন।

অন্য সংগঠনের কর্মসূচি : ধর্মঘটী অন্য সংগঠনের মধ্যে সরকারপন্থী শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। সংগঠনটি মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক নামে মাত্র বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির সমালোচনা করেছে। একইসঙ্গে 'ভিক্ষারসমান' ওই বর্ধিত অর্থ প্রত্যাখ্যান করে তারা সারাদেশে জেলাপর্যায়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশও করেন। সংগঠনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষকরা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হতে পারেন কিন্তু ভিক্ষুক নন। তাদের আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। তাই তারা ৫৫০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন। তবে তারা মনে করেন, নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষা জাতীয়করণসহ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল) জানিয়েছে, চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আজ সকাল ১১টায় তারা প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করবেন।